Section - D
Unit - III

হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ

বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার কোটালীপাড়া পরগণার ঊনশিয়া গ্রামের কাশ্যপপাড়ায় ১৮৭৬ সালের ২২ শে অক্টোবর হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের জন্ম। পিতা গঙ্গাধর বিদ্যালংকার এবং মাতা বিধুমুখী দেবী। হরিদাস প্রখ্যাত পণ্ডিতবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পরিবারের পূর্বপুরুষদের প্রজ্ঞা, পাণ্ডিত্য এবং কৃতিত্বশক্তির উত্তরাধিকার নিয়ে তিনি এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। পিতামহ কাশীচন্দ্র বাচস্পতির কাছে পাঁচ বছর বয়সে তাঁর হাতেখড়ি হয়। মাত্র পনের বছর বয়সে গৈলানিবাসী রমানাথ ঠাকুরের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী সরলাসুন্দরীর সাথে হরিদাসের বিবাহ হয়। ঊনিশ বছর বয়সে 'কংসবধ' নাটক, 'শঙ্করসম্ভব' কাব্য, 'জানকীবিক্রম' নাটক এবং 'বিয়োগবৈভব' নামক খণ্ডকাব্য রচনা করেন। কাব্য, ব্যাকরণ, পুরাণ, জ্যোতিষ, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। হরিদাসের জীবনে তাঁর পিতামহ কাশীচন্দ্রের অসাধারণ প্রভাব ছিল। তিনি 'শিবাজীচরিতম্' নাটকটি কাশীচন্দ্র বাচস্পতিকে উৎসর্গ করেছেন। ঢাকার সারস্বতসমাজ হরিদাসকে 'সিদ্ধান্তবাগীশ' উপাধি প্রদান করেছিলেন। প্রথমা স্ত্রীর বিয়োগের পর ১৩০৭ সনের চার শ্রাবণ সাধুহাটী উজিরপুরের রামেন্দ্র কৃতিরত্নের জ্যেষ্ঠা কন্যা কুসুমকামিনী দেবীর সঙ্গে হরিদাসের দ্বিতীয় বিবাহ হয়। তিনি কবি, নাট্যকার, টীকাকার, সমালোচক, অনুবাদক ও প্রকাশক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর বহুমুখী প্রতিভার খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৩৪০ সনে হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিতে ভূষিত হন। 'রুক্মিণীহরণ' মহাকাব্যের জন্য

Scanned with CamScanner

ঢাকা সারস্বত সমাজ ১৩৪১ সনে তাঁকে 'শ্যামাসুন্দরী গবেষণা পুরস্কারে' সম্মানিত করেন। এছাড়া ভারতীয় পণ্ডিত মহামণ্ডল তাঁকে 'মহাকবি' আখ্যায় সম্মানিত করেন। এছাড়া তিনি ভারতাচার্য্য, রবীন্দ্রপুরস্কার ইত্যাদি সম্মানে বিভূষিত হন। ১৯৬০ সালে ভারতসরকার তাঁকে 'পদ্মভূষণ' সম্মানে সম্মানিত করেন। ১৯৬১ সালের ২৬শে ডিসেম্বর ছিয়াশি বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। সেগুলি হল –

রুক্মিণীহরণ
বিরাজসরোজিনী
বঙ্গীয়প্রতাপম্
মিবারপ্রতাপম্
শিবাজীচরিতম্
বিয়োগবৈভবম্
বিদ্যাবিত্তবিবাদম্
সরলা
স্মৃতিচিন্তামণিঃ
কাব্যকৌমুদী
যুধিষ্ঠিরের সময়
বিধবার অনুকল্প

টীকাটিপ্পনী গ্রন্থ

সমগ্র মহাভারতের মূল, বঙ্গানুবাদ সহ টীকা – ভারতকৌমুদী।
কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলমের টীকা – অভিজ্ঞানকৌমুদী।
দণ্ডীর দশকুমারচরিতের টীকা – কুমারসন্তোষিণী।
বাণভট্টের কাদম্বরীর টীকা – কল্পলতা (পূর্বার্দ্ধ)।
শুদ্রকবিরচিত মৃচ্ছকটিকের টীকা – বসন্তসুষমা।

Scanned with CamScanner

শ্রীহর্ষরচিত নৈষধচরিতের টীকা – জয়ন্তী (পূর্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ)।
কালিদাসের মেঘদূতের টিপ্পনী – চঞ্চলা।
বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রণীত সাহিত্যদর্পণের টীকা – কুসুমপ্রতিমা।
বিশাখদত্তবিরচিত মুদ্রারাক্ষসের টীকা – চাণক্যচাতুরী ইত্যাদি।

এছা াও আরো অনেক গ্রন্থ লিখেছেন যেগুলি অপ্রকাশিত –
১. শঙ্করাচার্যের জীবনাবলম্বনে রচিত ৫ সর্গের খণ্ডকাব্য শঙ্করসম্ভবম্।
২. কংসবধের উপাখ্যান অবলম্বনে কংসবধম্।
৩. পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণদের কাণ্যকুব্জ হতে বাংলাতে আসার প্রেক্ষাপট নিয়ে বৈদিকবাদমীমাংসা।
৪.দশরথনন্দন রামচন্দের বীরত্বের কাহিনী নিয়ে জানকীবিক্রমম্।
৫. ভারতীয় ছয়টি আস্তিক দর্শনের সারবত্তাকে নিয়ে ষড়দর্শনসমুচ্চয় ইত্যাদি।
এছাড়া 'বিক্রমোর্বশীয়ম' এর টীকা অপ্রকাশিত।
ভবভূতিকৃত মহাবীরচরিতের টীকা অপ্রকাশিত।
এখন তাঁর রচনাবলী সংক্ষিপ্ত সম্পর্কে আলোচনা –

<u>রুক্মিণীহরণম্ মহাকাব্য</u> –
মহাভারতের বনপর্বের কৃষ্ণকর্তৃক বিদর্ভরাজকন্যা রুক্মিণীর অপহরণের কাহিনীকে আশ্রয় করে রচিত। মহাভারত ছাড়াও শ্রীমদ্ভাগবত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের মধ্যে এই কাহিনী আছে। এই মহাকাব্যে ১৬ টি সর্গ আছে। এই মহাকাব্য বীররস প্রধান। প্রচলিত এবং স্বল্প প্রচলিত ছন্দের প্রয়োগ করেছেন লেখক। এছাড়া শব্দালংকার এবং অর্থালংকারের প্রয়োগে কাব্যটি সমৃদ্ধ। এই কাব্যের শেষ সর্গে কৃষ্ণের রুক্মিণীকে নিয়ে

Scanned with CamScanner

দ্বারকায় যাওয়া এবং কৃষ্ণরুক্মিণীর বিবাহের বর্ণনা আছে । এর পাশাপাশি হরিদাস তাঁর বংশের প্রখ্যাত পূর্বপুরুষদের পরিচয় দিয়েছেন।

কাব্যকৌমুদী -

এটি ১৫টি কলায় বিভক্ত একটি অলংকারগ্রন্থ । কাব্যের লক্ষণ, কারণ, প্রয়োজন, কাব্যের ভেদ, রস, দোষগুণরীতি ইত্যাদি বিষয় সরল ভাষায় বর্ণিত ।

সরলা –

এটি একটি গদ্যকাব্য । ৫ টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত । সরলা নামে এক নারীর জীবনকাহিনী এর বিষয়বস্তু।

বিদ্যাবিত্তবিবাদম্ –

দুটি ভাগে বিভক্ত এটি একটি খণ্ডকাব্য। প্রতিটি ভাগে ৫২ টি করে শ্লোক আছে । বিদ্যার দেবী সরস্বতী এবং বিত্তের দেবী লক্ষ্মীর মধ্যে বিবাদের চিত্র এতে বর্ণিত।

বিয়োগবৈভবম্ –

এটি একটি খণ্ডকাব্য । ২ টি সর্গ বিশিষ্ট । নায়ক নায়িকার বিচ্ছেদক্লিষ্ট ঘটনাকে কেন্দ্র করে লেখক এটি বর্ণনা করেছেন।

বিরাজসরোজিনী –

এটি চার অঙ্কের নাটিকা। রাজা হরিদশ্ব এবং সরোজিনীর কাল্পনিক কাহিনী এতে বর্ণিত।

Scanned with CamScanner

স্মৃতিচিন্তামণিঃ –

এটি স্মৃতিশাস্ত্রের গ্রন্থ। রঘুনন্দনের স্মৃতিশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে এটি রচিত।

মিবারপ্রতাপম –

এটি ষষ্ঠাঙ্কের বীররসাশ্রিত ঐতিহাসিক নাটক। মেবারের রাণা প্রতাপসিংহের দেশপ্রেম ও বীরত্বের কাহিনীর উপর লেখক এটি রচনা করেছেন। রাণাপ্রতাপ অতুলনীয় বীরত্ব এবং দেশপ্রেমের জন্য ভারতবর্ষের ইতিহাসে খ্যাত। মোগল সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে মেবারের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন তিনি। হলদিঘাটের যুদ্ধ, প্রতাপের বিখ্যাত ঘোড়া চৈতকের মৃত্যু, প্রতাপের দলে শক্তসিংহের প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি ঘটনা এই নাটকে বর্ণিত। এই নাটকের ছয়টি অঙ্কের নাম যথাক্রমে – প্রতিজ্ঞা, কমলাকৌশল, মিবারপ্রয়াণম্, প্রতাপপরাজয়, বনবাস এবং দ্বাত্রিংশদ্ধুগবিজয়।

বঙ্গীয়প্রতাপম –

বারভুঁইঞার অন্যতম যশোররাজ প্রতাপাদিত্যকে কেন্দ্র করে এই নাটকটি রচিত। এটি ৮ অঙ্কের ঐতিহাসিক নাটক। এই নাটকে মোগল সম্রাটের সঙ্গে প্রতাপের সংগ্রামের কাহিনী বর্ণিত। যদিও প্রকৃতপক্ষে মানসিংহের সাথে যুদ্ধে প্রতাপের পরাজয় হয় এবং পিঞ্জরাবদ্ধ অবস্থায় দিল্লী আনার পথে তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু নাটকের মধ্যে হরিদাস রাজা প্রতাপাদিত্যের বিজয় দেখিয়েছেন। এই নাটকের আটটি অঙ্কের নাম হল যথাক্রমে – সহায়লাভঃ, বিহঙ্গনিপাতঃ,

Scanned with CamScanner

কল্যাণীপরিত্রাণম্, রাজ্যলাভঃ. বঙ্গেশবিজয়ঃ, প্রতাপরাজ্যাভিষেকঃ, দুর্জননিধনম্, প্রতাপবিজয়ঃ।

শিবাজীচরিতম্ –

এটি ১০ অঙ্কের বীররসকে আশ্রয় করে মহানাটক। মহান দেশপ্রেমিক মারাঠা বীর শিবাজীর বীরত্বের কাহিনীকে ভিত্তি করে এটি রচিত। শিবাজী মারাঠাভূমিকে মোগলদের অত্যাচার হতে রক্ষা করেছিলেন। ইতিহাসকে অবিকৃত রেখে লেখক শিবাজী চরিত্র বর্ণনা করেছেন। নাটকটির পরিশেষে শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে গ্রথিত ভরতবাক্য আছে। এই নাটকের দশটি অঙ্ক যথাক্রমে – সংঘসংঘটনম্, তোরণদুর্গাধিকারঃ, সাহনাথবন্দীকরণম্, বন্দীবিনিময়ঃ, আফজলবিজয়ঃ, পুণ্যপত্তনবিজয়ঃ, শিবানন্দবন্দীকরণম্, অপক্রমোপায়নির্ণয়ঃ, শিবানন্দাদ্যপক্রমণম্, বিজয়ঃ, শিবানন্দরাজ্যাভিষেকঃ।

Scanned with CamScanner

Section-D
Unit-III

যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

বর্তমান বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার বদুরখিল নামক গ্রামে ১৯০৯ সালে যতীন্দ্রবিমল চৌধুরীর জন্ম। লণ্ডন হতে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী অর্জন করেছিলেন। তারপর তিনি ইণ্ডিয়া অফিসের লাইব্রেরীতে কয়েক বছর কাজ করেছিলেন। দেশে ফিরে এসে রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। ১৯৪৩ সালে রমা চৌধুরীর সাথে 'প্রাচ্যবাণী' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানটি নাটক এবং সনাতন ভারতের আদর্শ ও শাস্ত্রকে দেশে বিদেশে প্রচার করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী মহাপুরুষ, মহীয়সী নারী এবং ইতিহাসপুরাণের চরিত্রগুলিকে নিয়ে বহু নাটক রচনা করেছিলেন। সেগুলি হল –

ভারতহৃদয়ারবিন্দম্
ভারতবিবেকম্
বিমলযতীন্দ্রম্
দীনদাসরঘুনাথম্

Scanned with CamScanner

মুক্তিসারদম্
ভারতলক্ষ্মীনাটকম্
বিশ্ববিবেকম্
অমরমীরম্
প্রীতিবিষ্ণুপ্রিয়ম্
নিষ্কিঞ্চনযশোধরম্
ভারতরাজেন্দ্রম্
দেশবন্ধুদেশপ্রিয়ম্
সুভাষসুভাষম্
আনন্দরাধম্
রক্ষকশ্রীগোরক্ষম্
মিলনতীর্থভারতম্
মহাপ্রভু হরিদাসম্
ভক্তিবিষ্ণুপ্রিয়ম্
ধৃতিসীতম্
ভারতজনকম্
মহিমময়ভারতম্
ভাস্করোদয়ম্
ভারতভাস্করম্
ভুবনভাস্করম্

এছাড়া সংস্কৃত এবং ইংরাজী গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে তিনি রচনা করেছেন –

স্বপ্নরঘুবংশম্
ভেনিসবণিজম্ এবং

Scanned with CamScanner

নীচে এগুলির কিছু কিছু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল –

সুভাষসুভাষম –

সুভাষ চন্দ্র বসুর জীবন অবলম্বনে রচিত। সুভাষ চন্দ্র বাংলা তথা ভারতের একজন জনপ্রিয় নেতা এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসেরও এক উল্লেখযোগ্য নেতা। তাঁর ছাত্রজীবনের এবং রাজনৈতিক জীবনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে লেখক নাট্যরূপ দিয়েছেন।

আনন্দরাধম –

এটি ১১ অঙ্কের নাটক। নাটকের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ ও নায়িকা শ্রীরাধা। বিভিন্ন পুরাণে লব্ধ বহু পরিচিত কাহিনীকে রসোত্তীর্ণ ভাবে উপস্থাপন করেছেন নাট্যকার। রাধার জীবনে বিরহই হচ্ছে একমাত্র মূল্যবান সম্পদ। তাই কৃষ্ণের বিরহ বুকে নিয়ে রাধা আনন্দে বিভোর এছাড়া নটীর গান, রাধার গান এবং বৃন্দা ও ললিতার সমবেত সংগীত ইত্যাদি নাটকটিতে দেখা যায়।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুহরিদাসম –

এই নাটকটি সাত অঙ্কে বিভক্ত। এই নাটকে শ্রীচৈতন্যদেবের মহাভক্ত যবন হরিদাসের জীবনকে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম অঙ্কে হরিদাস-লক্ষহীরার সংবাদ, দ্বিতীয় অঙ্কে হরিদাসের সপ্তগ্রাম লীলার কথা, তৃতীয় অঙ্কে ফুলিয়া গ্রামে হরিদাসের লীলা ইত্যাদি খুব সুন্দরভাবে নাট্যকার উপস্থাপন করেছেন। শেষ অঙ্কে হরিদাসের জীবনের শেষ দিন এবং তাঁর মহানির্বাণের কথা আছে। এই নাটকে ভক্তিরসের প্রাধান্য দেখা যায়। ষাটের দশকে এই নাটকটি মঞ্চস্থ হয়।

Scanned with CamScanner

ভারতরাজেন্দ্রম –

ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদের জীবন অবলম্বনে লেখক এই নাটকটি রচনা করেছেন। প্রথমে রাজেন্দ্রপ্রসাদের ছাত্রজীবন দেখানো হয়ছে। তারপর গান্ধীজির নেতৃত্বে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ইত্যাদি বহু ঘটনা নাটকটিতে আছে।

দীনদাসরঘুনাথম্ –

এই নাটকটিতে দ্বাদশ অঙ্ক আছে। বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ ছয়জন গোস্বামী হলেন – রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, জীব গোস্বামী, রঘুনাথ দাস, গোপাল ভট্ট প্রমুখ। এদের মধ্যে রঘুনাথদাসের জীবনকাহিনী নিয়ে নাট্যকার এই নাটকটি রচনা করেছেন।

দেশবন্ধুদেশপ্রিয়ম –

এটি একটি জনপ্রিয় সংস্কৃত নাটক। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনদাসের জীবনের গৌরবোজ্জ্বল বিভিন্ন কাহিনী নিয়ে নাটকটি রচিত। ইংল্যাণ্ড হতে ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরে আইনব্যবসা করা, রাজনৈতিক প্রচেষ্টা, কবি ও লেখকরূপে অনবদ্য সাহিত্যকীর্তি, আত্মত্যাগ, স্বদেশপ্রেম প্রভৃতি বর্ণনা নাটকটিতে আছে। তাঁকে 'দেশবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। লেখক স্বচ্ছন্দ ও সহজ সংস্কৃতে দেশবন্ধুর জীবনের ঘটনা নাটকটিতে বর্ণনা করেছেন। এর পাশাপাশি স্বাধীনতা আন্দোলনের আরেকজন বিখ্যাত নেতা দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের রাজনৈতিক জীবনের নানা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করেছেন লেখক।

Scanned with CamScanner

ভারতলক্ষ্মীনাটকম্ –

ভারতের ইতিহাসে বীরাঙ্গনা নারী রাণী লক্ষ্মীবাঈ এর জীবন অবলম্বনে এই নাটকটি রচিত। এই নাটকে মোট দশটি দৃশ্য আছে। ইংরাজের বিরুদ্ধে লক্ষ্মীবাঈ-এর সংগ্রাম এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যুদ্ধ করতে গিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণবিসর্জন ইত্যাদি লেখক সাবলীল ভঙ্গীতে উপস্থাপন করেছেন। এই নাটকে বীররস ও করুণ রসের সমন্বয় দেখা যায়। শব্দালংকার ও অর্থালংকারের প্রয়োগ নাটকে পাওয়া যায়। চরিত্রচিত্রণে, ঘটনাবিন্যাসে এবং কাব্যময়তায় নাটকের মধ্যে লেখকের নিজস্ব স্বকীয়তার পরিচয় পাওয়া যায়।

শক্তিসারদম্ –

এই নাটকটিতে পাঁচটি অঙ্ক আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী সারদাদেবীর জীবন অবলম্বনে লেখক এই নাটকটি রচনা করেছেন।

অমরমীরম্ –

কৃষ্ণপ্রাণা মীরার জীবনচরিত নিয়ে লেখক এই নাটকটি রচনা করেছেন। মীরার কৃষ্ণবিষয়ক ভজন অতি বিখ্যাত।

ভাস্করোদয়ম্ –

এই নাটকে পনেরটি অঙ্ক আছে। এই নাটকটি প্রাচ্যবাণী হতে ১৯৬১ সালে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথঠাকুরের প্রথম জীবন এতে বর্ণিত হয়েছে। এই নাটকটি বহুবার কলিকাতা ও তার বাইরে মঞ্চস্থ হয়েছে।

Scanned with CamScanner

ভারতভাস্করম্ ও ভুবনভাস্করম্ –

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যৌবনকাল নিয়ে রচিত ভারতভাস্করম্ আর প্রৌঢ়কাল নিয়ে ভুবনভাস্করম্।

ভারতহৃদয়ারবিন্দম্ –

এটি একটি পঞ্চাঙ্ক নাটক। এই নাটকে শ্রী অরবিন্দের দিব্য জীবন এবং ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। আলিপুর বোমার মামলা ইত্যাদি ঘটনাও লেখক বর্ণনা করেছেন। পঞ্চম অঙ্কে অরবিন্দ পণ্ডিচেরীতে ধর্মীয় জীবন শুরু করে। অরবিন্দের মহৎ চরিত্র, স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম ও সততা ইত্যাদি এই নাটকে আলোচিত হয়েছে। এই নাটকটি কলিকাতা ও বাইরে মঞ্চস্থ হয়।

প্রীতিবিষ্ণুপ্রিয়ম্ ও ভক্তিবিষ্ণুপ্রিয়ম্ –

এই দুইটি নাটক শ্রীগৌরাঙ্গের পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রথম ও পরবর্তী জীবন নিয়ে লেখক রচনা করেছেন।

মহিমাময়ভারতম্ –

এই নাটকটিতে পাঁচটি অঙ্ক আছে। ভারতে বৈদিক যুগ হতে শুরু করে যে ঐতিহ্যের ধারা চলে এসেছে তার বর্ণনা লেখক করেছেন। এর সাথে লেখক ভারতের সেচনীতির কথাও বলেছেন।

ভারতজনকম্ –

Scanned with CamScanner

লেখক এই নাটকের মধ্যে জাতির জনক মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর জীবন বর্ণনা করেছেন। গান্ধীজি দেশকে ব্রিটিশদের হাত থেকে মুক্ত করে স্বাধীন করার জন্য যে কঠিন সংগ্রাম করেছিলেন তার বিবরণ এই নাটকে বর্ণিত।

রক্ষকশ্রীগোরক্ষম্ –

নাথসম্প্রদায়ের গুরু গোরক্ষনাথের জীবনকে কেন্দ্র করে এই নাটকটি রচনা করেছেন।

ভারতবিবেকম্ ও বিশ্ববিবেকম্ –

স্বামী বিবেকানন্দের জীবন অবলম্বনে লেখক এ দুটি নাটক রচনা করেছেন। নাটক দুটি ১৯৬৩ সালে মঞ্চস্থ হয়। 'বিশ্ববিবেকম্' নাটকে বিশ্বের দরবারে ভারতের সনাতন আদর্শকে বিবেকানন্দ যে তুলে ধরেছিলেন তার বিবরণ আছে।

নিষ্কিঞ্চনযশোধরম্ –

এটি সাত অঙ্কের নাটক। এই নাটকে নায়িকা সিদ্ধার্থজায়া এবং রাহুলমাতা গোপা বা যশোধরা। লেখক প্রস্তাবনাতে যশোধরার পরিচয় তুলে ধরেছেন। এই নাটকে কপিলাবস্তু নগরীর রাজপ্রাসাদে সিদ্ধার্থের অবস্থান, সিদ্ধার্থ ও দেবদত্তের দ্বন্দ্ব, রাজা শুদ্ধোধনের সভায় যশোধরার ভাষণ, সিদ্ধার্থের সন্ন্যাসগ্রহণ, সিদ্ধার্থের মহানিষ্ক্রমণের সংবাদ শুনে গোপার বিলাপ, যশোধরার চেষ্টায় ও প্রভাবে নারীদের বৌদ্ধধর্মে প্রবেশ ইত্যাদি ঘটনা লেখক বর্ণনা করেছেন। এই নাটকটির কাব্যময়তা এবং সংগীত সহৃদয় পাঠককে আকর্ষিত করে।

Scanned with CamScanner

Sec-D Unit-III

বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য

বর্তমান বাংলাদেশের সিলেট জেলায় ১৯১৭ সালে বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্যের জন্ম। তিনি কৃতী ছাত্র ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। ১৯৪৯ সালে ডি. লিট. উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং ভারত সরকারের নানা উচ্চপদে সম্মানের সাথে কাজ করেছেন। সংস্কৃতভাষার প্রতি তাঁর অগাধ ভালোবাসা ছিল। ফলে সমসাময়িক কালের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তিনি বহু সংস্কৃত নাটক রচনা করেছেন। সংস্কৃতে চতুর্দশপদী কবিতার তিনি প্রবর্তক। বাংলা ও ইংরাজী ভাষাতে তিনি বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। ১৯৮২ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

তাঁর রচিত সংস্কৃত নাটকগুলি হল –

সিদ্ধার্থচরিতম্
শ্রীগীতগৌরাঙ্গম্
শার্দূলশকটম্
শূর্পণখাভিসারম্
শরণার্থিসংবাদঃ
বেষ্টনব্যায়োগঃ
লক্ষণব্যায়োগঃ
মেঘদৌত্যম্
কবিকালিদাসম্ ইত্যাদি।

যদিও বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য একজন দার্শনিক ছিলেন এবং চাকরিক্ষেত্রে একজন সুদক্ষ প্রশাসক ছিলেন। প্রশাসনিকক্ষেত্রে মানুষের জীবন নিয়ে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন তা তিনি নাটকের মধ্যে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তিনি নাটকের মধ্যে নতুন ছন্দের প্রবর্তন করেছেন।

Scanned with CamScanner

কয়েকটি নাটকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হল –

কবিকালিদাসম্ –

এই নাটকটি সাত অঙ্ক সমন্বিত। কালিদাসের জীবন নিয়ে এই নাটকটি রচনা করেছেন। বিক্রমাদিত্যের কন্যা মঞ্জুভাষিণীর সঙ্গে কালিদাসের প্রেম ও গোপন বিবাহের খবর জেনে রাজা কালিদাসকে একবছরের জন্য রামগিরিতে নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন। পরে রাজা তাঁকে ক্ষমা করেন। এই নাটকে প্রস্তাবনা ও ভরতবাক্য আছে কিন্তু নান্দী নেই। কালিদাসকে একজন প্রথিতযশা কবি হিসাবেই এই নাটকে বর্ণনা করা হয়েছে। ভাষার মাধুর্য এবং ভাবের গম্ভীরতা এই নাটকে দেখা যায়। তিনি পুরাণো ছন্দের পাশাপাশি অনেক নতুন ছন্দেরও আবিষ্কার করেছেন।

শ্রীগীতগৌরাঙ্গম্ –

পাঁচ অঙ্কের গীতিনাটক। দ্বাদশ শতকে জয়দেব লিখেছিল গীতগোবিন্দ। সমাজে নানারকম নৈতিক অবনতি শুরু হয়েছে। কে দেশকে সঠিক পথ দেখাবে ? নবদ্বীপে যে মানুষটি জগন্নাথ মিশ্র এবং শচীমাতার বাড়ীতে তাঁদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিল সেই গৌরাঙ্গের আদিলীলা বর্ণিত হয়েছে তিনটি অঙ্কে। চতুর্থ অঙ্কের দুই হতে চতুর্থ দৃশ্যে শ্রীক্ষেত্রের বাসুদেব সার্বভৌমের সাথে চৈতন্যের মুখোমুখী লড়াই বর্ণনা করা হয়েছে। চতুর্থ অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে বিষ্ণুপ্রিয়ার করুণ দৃশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। নবদ্বীপে সন্ন্যাসী হিসাবে তার স্বামী গৌরাঙ্গ প্রস্থান করে। চতুর্থ অঙ্কের ষষ্ঠ এবং সপ্তম দৃশ্যে চৈতন্যের সাক্ষাৎ হয় বিদ্যানগরের রায় রামানন্দের সাথে গোদাবরীর তীরে। রামানন্দ তাঁকে জানিয়েছিল যে সে জন্মসূত্রে শূদ্র। তখন উত্তরে চৈতন্য বলেছিল জাতির কোনো গুরুত্ব নাই। একমাত্র ভগবানের প্রতি ভালোবাসাই হল মূল। চৈতন্য মথুরা, বৃন্দাবন, প্রয়াগ প্রভৃতি বহু স্থান ভ্রমণ করার পর শ্রীক্ষেত্রে এসে

Scanned with CamScanner

উপস্থিত হয়। যবন হরিদাসের কথাও আছে । ১৯৭৪ সালে নাটকটি প্রকাশিত হয়েছিল।

সিদ্ধার্থচরিতম –

গৌতমবুদ্ধ বা সিদ্ধার্থের জীবনের উপর ভিত্তি করে রচিত । ১৯৭০ সালে প্রকাশিত হয়েছিল । বিশ্ব ইতিহাসে গৌতমবুদ্ধ ছিলেন মানবতাবাদী । এতে আছে আটটি অঙ্ক । নান্দী টাইপের দীর্ঘ প্রস্তাবনা প্রথমে আছে এবং শেষে পুরাণো পরম্পরা অনুযায়ী ভরতবাক্য আছে । প্রস্তাবনার মধ্যে লেখক বলেছে – সূত্রধারের মুখে পৃথিবীতে এখন ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চলছে । অহিংসার পূজারী বুদ্ধই একমাত্র অবলম্বন। নাটকটি আরম্ভ হয়েছে দেবদত্তের তীরের আঘাতে আহত হাঁসের সেবার মাধ্যমে দেবদত্ত সেখানে প্রবেশ করে সিদ্ধার্থকে বলে হাঁসটিকে তাকে দেবার জন্য । সিদ্ধার্থ হাঁসটিকে তাকে না দিয়ে রক্ষা করে। দ্বিতীয় অঙ্কে সিদ্ধার্থ একজন বিবাহিত মানুষ কিন্তু গৃহস্থ জীবন পালন করতে সে অনিচ্ছা প্রকাশ করে । তৃতীয় অঙ্কে সিদ্ধার্থ সাক্ষাৎ করে একজন বৃদ্ধ লোকের সাথে ও আশ্চর্য হয়। পঞ্চম অঙ্কে দেখা যায় সিদ্ধার্থ সন্ন্যাসী হতে চায় । সিদ্ধার্থ ধ্যানে বসে, সেখানে একটি পাখী এবং একটি সাপ ছিল ভয়হীন । একজন শিকারী সেখানে এসে দৃশ্যটি দেখতে পায় । তখন হঠাৎ উচ্চারিত হয়েছিল অহিংসার কথা । শিকারী বুদ্ধের কথাতে প্রভাবিত হয়। সুজাতা বুদ্ধের কাছে আসে । অনেক মহিলা বুদ্ধসংঘে যোগ দিয়েছিল ।

শূর্পণখাভিসারম –

এটি একটি গীতিনাটক । পদ্য আকারে লেখা । পাঁচটি দৃশ্যে বিভক্ত । রামায়ণের গল্প থেকে নেওয়া । রাম ও লক্ষণের জন্য শূর্পণখার ভালোবাসা দেখিয়েছেন নাট্যকার ।

Scanned with CamScanner

শরণার্থিসংবাদঃ –

অধুনা বাংলাদেশে (পূর্ব পাকিস্থান) হতে আগত শরণার্থীদের সমস্যা এখানে আলোচিত। লেখক নিজে ছিলেন শরণার্থী পুনর্বাসন কেন্দ্রের পশ্চিমবঙ্গের নির্দেশক। ফলে ক্যাম্পের মধ্যে শরণার্থীদের জীবন সম্বন্ধে বিশাল অভিজ্ঞতা ছিল। পূর্ব পাকিস্থান এবং পশ্চিম পাকিস্থানের যুদ্ধ, বাংলাদেশের জন্ম এবং ভারতের ভূমিকা ইত্যাদি এই নাটকে বর্ণিত হয়েছে। পূর্ব পাকিস্থান হতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য শরণার্থীরা কলকাতায় এসেছিল। নাটকটি মূলতঃ শরণার্থীদের কথোপকথনের উপর নির্ভর। শরণার্থীরা শুধু হিন্দু নয়, মুসলিম ও খ্রীষ্টানও আছে। এই নাটকে পাকিস্থানী জেনারেল ইয়াহিয়া খান, বাংলার শেখ মুজিবর রহমান ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী প্রমুখ চরিত্রগুলিও বর্ণিত হয়েছে। শরণার্থীরা খুশী কারণ তাদের দেশ এখন স্বাধীন দেশ। তাদের নানাভাবে সাহায্য করেছে ভারতের তথা কলকাতার জনগণ। লেখক খুব সুন্দরভাবে এবং চিত্তাকর্ষকভাবে এই নাটক রচনা করেছেন। ১৯৭২ সালে কলিকাতার সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকায় এই নাটকটি প্রকাশিত হয়েছিল।

বেষ্টনব্যায়োগঃ –

এই নাটকে ছোট আকারে দরিদ্রশ্রমিকদের জীবন তুলে ধরেছেন। সমাজের বেকারত্বের মূল সমস্যার উপর আলোকপাত করা হয়েছে। শিক্ষা, শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে নিজেদের দাবী আদায়ের জন্য ঘেরাও কর্মসূচী নিত। অনৈতিকভাবে এবং অমানবিকভাবে কর্তৃপক্ষকে আটকে রাখার কর্মসূচী গ্রহণ করত। ধনী

Scanned with CamScanner

মালিকদের উপর শ্রমিকদের দ্বারা নাটকটি আরম্ভ হয়েছে পাঁচজন শ্রমিকের গানে। শ্রমিকরা তাদের অস্ত্র বেষ্টন গ্রহণ করেছে। এই নাটকে শ্রমিক সংগঠনের দাবী, শ্রমাধ্যক্ষের সাথে ব্যর্থ আলোচনা ইত্যাদি দেখানো হয়েছে। এই নাটকের শেষ দৃশ্যে একটি চরিত্র কল্কি অবতার প্রবেশ করে এবং শ্রমিকদের আন্দোলনকে সমর্থন করে। ভরতবাক্যে 'ঘেরাও'এর জয়গান করা হয়েছে।

শার্দূলশকটম – Jagannath Maikap.

এটি একটি পঞ্চাঙ্ক প্রকরণ। এ নাটকে শ্রমিক আন্দোলন সমর্থিত হয়েছে। নাটকটি আরম্ভ হয়েছে একটি মিছিল সহ এবং বিপ্লবের শ্লোগান দিয়ে। রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার কর্মীবৃন্দ অর্থাৎ শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের একাংশকে নিয়ে লেখক এই নাটকটি রচনা করেছেন। একটি বিশেষ রাজনৈতিক ধারনা এই নাটকের মধ্যে প্রতিভাত। এই নাটকে একদিকে কর্মীবিক্ষোভ, ধর্মঘট, আন্দোলন এবং অপরদিকে সর্বাধ্যক্ষ আদিশূর মালিকপক্ষ এবং শ্রমিকদের মধ্যে সমাধান তৈরী করেছে। ভরতবাক্য পাঠ করা হয়েছে কর্মী এবং কর্তৃপক্ষের সমবেতকণ্ঠে। আলাপ আলোচনার দ্বারা কঠিন সমস্যারও সমাধান করা সম্ভব তা এই নাটকে দেখানো হয়েছে। এই নাটকে লেখক ছন্দোবৈচিত্র্য দেখিয়েছেন। সঙ্গীতের ব্যবহার সুনিপুণভাবে করা হয়েছে।

লক্ষণব্যায়োগঃ –

নকশাল আন্দোলনের উপর ভিত্তি করে এই নাটক লিখেছেন।

মেঘদৌত্যম –

কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের নাট্যরূপ দিয়েছেন মেঘদৌত্যমে।

Scanned with CamScanner

চার্বাকতাণ্ডব, সুপ্রভাস্বয়ম্বরা, ঝঞ্ঝাবৃত্ত, মর্জিনাচাতুর্য-নামক নাটকগুলি লিখেছেন কিন্তু অধিকাংশ নাটক বই আকারে প্রকাশিত হয় নি। চার্বাকদর্শনের দার্শনিক আলোচনা করা হয়েছে। লেখকের চার্বাকের জন্য একটা নরম মনোভাব ছিল।

Scanned with CamScanner

ক্ষমা রাও

ক্ষমা রাও অনেক দেশী বিদেশী ভাষাতে সুনিপুণা ছিলেন। প্রথমে ইনি ইংরাজী ভাষায় লিখতে শুরু করেন। পরে ১৯৩১ সাল হতে কেবলমাত্র সংস্কৃতভাষাতে লেখেন। পিতা শংকর পাণ্ডুরংগ। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। অষ্টাদশ অধ্যায়ে নিবন্ধ সত্যাগ্রহগীতা। এটি একটি মহাকাব্য। রাষ্ট্রীয় আন্দোলন নিয়ে দেশভক্তিভাবনায় জড়িত। 'গ্রামজ্যোতি'-তে দেশভক্তিতে আসক্ত কৃষকদের কথা আছে। সন্তদের চরিত নিয়ে লিখেছেন –

শ্রীরামদাসচরিতম্
তুকারামচরিতম্
মীরালহরী
শ্রীজ্ঞানেশ্বরচরিতম্

এছাড়া 'শঙ্করজীবনাখ্যানম্'-এ পিতা শঙ্করের চরিত্র বর্ণিত। 'বিচিত্রপরিষদযাত্রা'তে ত্রিবান্দ্রমের সম্পন্ন প্রাচ্যবিদ্যা পরিষদের ব্যঙ্গ্যপূর্ণ বর্ণনা আছে। এছাড়াও লিখেছেন –
কথাপঞ্চকম্, উত্তরসত্যগ্রহগীতা, স্বরাজবিজয়গ্রন্থ। এছাড়া প্রাচীন পরম্পরার সাথে আধুনিক যুগের সংস্কৃত লঘুকথা রচনা করেছেন।

Scanned with CamScanner